সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৫
WEEKLY BOOKLET:425

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ১০০টি মাদানী ফুল (পর্ব-৭)

ধৈর্যশীলদের মর্যাদা ০৪
রিযিক বান্দার সন্ধানে ০৬
বায়আত গ্রহণকারীদের মর্যাদা ১৫
কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আযাব ১৮



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীরে নূরুল ইরফান"

থেকে ১০০টি মাদানী ফুল (পর্ব-৭)

আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ! যে কেউ এই পুস্তিকা **"তাফসীরে নূরুল ইরফান থেকে ১০০টি মাদানী ফুল (পর্বঃ ৭)"** পড়বে বা শুনবে, তাকে আপনার এবং আপনার শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত ভালোবাসা দান করুন এবং তাকে তার পিতামাতা ও পরিবার সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "যে ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার কারণে তিনবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার সেই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

"সূরা যুমার" থেকে প্রাপ্ত ১৪টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ সুখের সময়ে অতীতের কষ্টগুলো স্মরণ করে রবকে ভয় করা মুমিনদের গুণ। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫২)

﴾২﴿ আবিদের (অর্থাৎ ইবাদতকারীর) চেয়ে আলিমে দ্বীন শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতারা আবিদ ছিলেন এবং আদম عَلَيْهِ السَّلَام আলিম ছিলেন। আবিদদেরকে আলিমের সামনে নত করা হয়েছিল।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫২)

﴾৩﴿ যে স্থানে তোমরা রবের ইবাদতের স্বাধীনতা পাও না, সেখান থেকে এমন স্থানে চলে যাও যেখানে ইবাদতের স্বাধীনতা আছে। সবকিছু ছেড়ে দাও, কিন্তু আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিও না।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫২, সংগৃহীত)

ধৈর্যশীলদের মর্যাদা

﴾৪﴿ হযরত আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন যে, প্রতিটি নেকীর প্রতিদান ওজন করে দেওয়া হবে, তবে ধৈর্য ছাড়া। ধৈর্যের প্রতিদান ওজন ছাড়া দেওয়া হবে, ধৈর্যশীলদের জন্য পরিমাপ নেই।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৩৯)

﴾৫﴿ আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর মর্যাদা এই যে, তিনি নিজে সাহাবী, তার পিতামাতাও সাহাবী, তার সমস্ত সন্তান সাহাবী, নাতি-নাতনিরাও সাহাবী। চার পুরুষের সাহাবীয়ত তার বিশেষত্ব, যেমন ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام চার পুরুষের নবী ছিলেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৩)

﴾৬﴿ তাকওয়া ও খাশিয়াত (অর্থাৎ অবাধ্যতা করার কারণে মুমিন বান্দার অন্তরে দুঃখ অনুভব হওয়া) সেই ভয়, যা "আনুগত্যের মাধ্যম" হয়ে ওঠে। এই ভয়ের উপরই ঈমানের ভিত্তি নির্ভর করে। অন্যথায়,

আল্লাহর সাধারণ ভয় তো শয়তানেরও আছে, সে বলেছিল যে, اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ (পারা ২৮, আল-হাশর: ১৬) **(কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।)

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৩)

﴿৭﴾ যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ঈমান আনলেন, তখন তিনি হযরত উসমান, আবদুর রহমান বিন আউফ, তালহা, জুবাইর, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ -কে তার ঈমানের খবর দিলেন এবং তাদেরও ঈমানের দাওয়াত দিলেন। এই সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁর দাওয়াতে ঈমান আনলেন। سُبْحٰنَ اللّٰه! "মুবারক সেই বৃক্ষ যার ফল এমন হয়।" (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৩)

﴿৮﴾ ফসল সবুজ হওয়ার পর পেকে হলুদ হয়ে যায়, তারপর কেটে শস্য ও তুষ আলাদা করা হয়। তেমনই দুনিয়ার বাহার ও মানুষের জীবন; প্রথমে মনোরম, তারপর সব ধ্বংস। তাই এর "সবুজতা" (অর্থাৎ দুনিয়ার চাকচিক্যের) উপর ভরসা করো না। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৩৯)

﴿৯﴾ সুফীগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন যে, বেশি খাওয়া, বেশি ঘুমানো, বেশি কথা বলা দ্বারা অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়। কম খাও, কম অসুস্থ হবে; কম কথা বলো, কম গুনাহ করবে; দরূদ শরীফ বেশি পড়ো, বেঈমান হয়ে মরবে না। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৪)

﴿১০﴾ মুমিন এক আল্লাহর অনুগত বান্দা; মুশরিক হাজারো জনের গোলাম। দুই বাড়ির মেহমান ক্ষুধার্ত থাকে এবং কয়েকজন মালিকের গোলাম পেরেশান থাকে যে কাকে সন্তুষ্ট করবে এবং তার প্রয়োজন কার কাছে বলবে। একজন মালিকের গোলাম আরামে থাকে। তেমনই মুমিন আরামে আছে, কাফের দুনিয়াতেও পেরেশান এবং আখিরাতেও।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৪)

www.dawateislami.net

﴾১১﴿ হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام প্রতি রমযানে একবার হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে সম্পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৬)

﴾১২﴿ মানুষের দুটি আত্মা আছে: একটি স্থানীয় বা সুলতানী, অন্যটি সায়লানী। প্রথম আত্মা দ্বারা জীবন টিকে থাকে, দ্বিতীয়টি দ্বারা জ্ঞান ও অনুভূতি। প্রথম আত্মা মৃত্যুর সময় বের হয়, দ্বিতীয়টি ঘুমের সময়। ঘুমের অবস্থায় একটি আত্মা বের হয়ে যায় যা দ্বারা জ্ঞান ও অনুভূতি টিকে থাকে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৬)

﴾১৩﴿ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর পবিত্র সত্তা সমস্ত আসমানী ও যমীনী ইলাহী ভান্ডারের চাবি। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৯)

﴾১৪﴿ কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বাদী হিসেবে এবং উম্মতে মুস্তফা সাক্ষী হিসেবে এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহী সাক্ষীর মর্যাদায় উপস্থিত থাকবেন যে, সমস্ত বিশ্বের ফয়সালা হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর যবানের ইশারায় (অর্থাৎ সুপারিশে) হবে। سُبْحٰنَ الله ! কী অদ্ভুত দৃশ্য হবে ! আল্লাহ যেন তা কল্যাণ সহকারে দেখান। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬০)

"সূরা মুমিন" থেকে প্রাপ্ত ১০টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ ফেরেশতাদের সুপারিশ সত্য যে, তারা আজও মুমিনদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬২)

সকল মুসলমানের জন্য দোয়া

﴾২﴿ মুসলমানদের জন্য অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ তাদের অনুপস্থিতিতে) দোয়া করা এবং নিঃস্বার্থভাবে দোয়া করা, ফেরেশতাদের সুন্নাত এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬২)

﴾৩﴿ পবিত্র স্থানগুলোতে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসার সাথে মুসলমান ভাইদের জন্য দোয়া করা অধিক কবুলের নিকটবর্তী। হাজ্বীদের উচিত কাবায়ে মুয়াজ্জমা ও সোনালী জ্বালীর কাছে সমস্ত মুসলমান ভাইদের জন্য দোয়া করা। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬২)

﴾৪﴿ ফেরেশতারা আমাদের মুসলমানদের জন্য এই কারণে দোয়া করছেন যে, সবুজ গম্বুজের অধিকারী, সোনালী জ্বালীর অধিকারী (নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাদের প্রতি খুশি হবেন। আমাদেরও উচিত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে খুশি করার জন্য তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণ, তাঁর মদীনার অধিবাসীদের জন্য দোয়া করা, তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর উত্তম আলোচনা করা। বুযুর্গদের উরসের এটাই উদ্দেশ্য।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬২)

﴾৫﴿ কিছু গোপন জিনিসের জন্যও হিসাব ও শাস্তি হবে, যেমন খারাপ বিশ্বাস এবং খারাপ উদ্দেশ্য (অর্থাৎ যেগুলোর উপর আমল করার দৃঢ় ইচ্ছা করা হয়েছে)। তবে অনৈচ্ছিক খারাপ চিন্তার জন্য কোন জবাবদিহিতা নেই। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬৩)

﴾৬﴿ ওয়াজ (অর্থাৎ উপদেশ দেওয়ার) এই পদ্ধতিই উপকারী যে, ওয়াজকারী (অর্থাৎ উপদেশদাতা) নিজেকেও অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করে কথা বলবেন, যেমন "আমরা আজ বে-নামাযী হয়ে গেছি" অথচ তিনি নিজে নামাযী; যাতে ওয়াজকারীর কল্যাণকামিতা স্পষ্ট হয়।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬৫)

﴾৭﴿ হিংসুকদের প্রতারণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬৮)

﴾৮﴿ খেলাধুলায় রাত কাটানো গুনাহ। বরং অকারণে জেগে থাকা উচিত নয়। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

www.dawateislami.net

﴾৯﴿ সুফীগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন যে, প্রতিটি জিনিসের যাকাত আছে। প্রতিটি নিয়ামতের শুকরিয়া আলাদা। সময়ের শুকরিয়া হলো প্রতিটি মুহূর্ত জায়িয কাজে ব্যয় করা এবং কিছু সময় আল্লাহর যিকির ও দ্বীনী খেদমতে ব্যয় করা। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

﴾১০﴿ (হে মানুষ! আল্লাহ পাক) তোমাকে সোজা আকৃতি দান করেছেন, পশুদের মতো তৈরি করেননি। তোমাকে খাওয়ার জন্য হাত দান করেছেন যাতে তোমার মাথা রিযিকের সামনে না ঝুঁকে, বরং রিযিকদাতার সামনে ঝুঁকে। سُبْحَانَ الله! (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

"সূরা হা-মীম সাজদা" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ যখন খারাপ দিন আসে, তখন মানুষ দোষকে গুণ মনে করতে শুরু করে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৭২)

﴾২﴿ নেককার (অর্থাৎ সৎ বান্দা) নেকী করেও ক্ষমা চাইবে যে, হে মাওলা! আপনার দরবারের উপযুক্ত নেকী হয়নি।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪২)

﴾৩﴿ পৃথিবী আসমান থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ এটি নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام বসবাসের স্থান। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

রিযিক বান্দার সন্ধানে

﴾৪﴿ রিযিকের সৃষ্টি মারযূক (অর্থাৎ যাকে রিযিক দেওয়া হয়) এর আগে হয়ে গেছে। তাহলে মানুষ রিযিকের জন্য এত চিন্তা করবে কেন! আত্মা শরীর থেকে চার হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে এবং রিযিক আত্মা থেকে চার হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

www.dawateislami.net

﴾৫﴿ কুরআন তিলাওয়াতের সময় গোলমাল করা, যা তিলাওয়াতকারীর জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে, মুশরিকদের রীতি। অতএব, নামাযের জামায়াতের সময় মসজিদের কাছে ঢোল-বাদ্য বাজানো, কুরআনের ওয়াজে গোলমাল করা হারাম। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৭৫)

﴾৬﴿ আল্লাহ পাকের তাঁর সেই কথা খুব প্রিয় মনে হয়, যে (ব্যক্তি) কল্যাণের দাওয়াত দেয়, যদিও তার আওয়াজ মোটা এবং কথাগুলো সাধারণ হয়। আল্লাহ যেন নসীব করেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৩)

﴾৭﴿ রাগের সময় আউযু (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) পড়া খুবই উপকারী। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৭৭)

﴾৮﴿ নবী সর্বদা তার গোত্রের ভাষায় প্রেরিত হয়েছেন এবং কিতাব নবীর ভাষায় নাযিল হয়েছে। এমনটা হয়নি যে নবীর ভাষা একরকম আর কিতাবের ভাষা অন্যরকম। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৭৮)

﴾৯﴿ সুখের সময় রবকে ভুলে যাওয়া এবং কেবল বিপদে দোয়া করা কাফেরদের পদ্ধতি, যা আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৩)

"সূরা শূরা" থেকে প্রাপ্ত ৮টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ ওলামাদের তাওয়াক্কুল হলো উপায় অবলম্বন করে উপায়ের স্রষ্টার (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা) উপর ভরসা করা; সুফীগণের তাওয়াক্কুল হলো উপায় থেকে মুখ ফিরিয়ে উপায়ের স্রষ্টার উপর ভরসা করা। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় প্রকার তাওয়াক্কুল দেখিয়েছেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮১)

www.dawateislami.net

﴾২﴿ নূহ عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম শরীয়তধারী নবী এবং তিনিই প্রথম কাফেরদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তার অবাধ্য উম্মতের উপরই প্রথম আযাব এসেছিল। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৪)

﴾৩﴿ "অটলতা" নবীদের সুন্নাত। সুফীগণ বলেন যে, একটি অটলতা হাজারো কারামত থেকে শ্রেষ্ঠ। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮২)

﴾৪﴿ একটি নেকীতেই সন্তুষ্ট না হয়ে, যতদূর সম্ভব, তা করে যাও। বীজ ছিটিয়ে যাও, কে জানে কোনটি অঙ্কুরিত হবে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৪)

﴾৫﴿ সুফীগণ বলেন যে, ঈমানের অর্ধেক ধৈর্য আর অর্ধেক শুকরিয়া।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮৫)

﴾৬﴿ হাজার কাফেরকে মারা সহজ, কিন্তু নফসে আম্মারাকে মারা কঠিন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮৬)

﴾৭﴿ এই দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি বে-হিজাব (অর্থাৎ পর্দা ও আড়াল ছাড়া) রবের সাথে কথা বলতে পারে না। মূসা عَلَيْهِ السَّلَام রবের সাথে কথা বলেছেন, তবে হিজাব সহকারে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বে-হিজাব রবের সাথে কথা বলেছেন, তবে অন্য দুনিয়ায়, বরং আরশেরও উর্ধ্বে পৌঁছে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮৭)

﴾৮﴿ হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام যখন প্রথম ওহী নিয়ে এলেন, তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিশ্চিতভাবে জেনেছিলেন যে, ইনি জিবরাইল এবং তিনি যা বলছেন তা কুরআন এবং ইনি রবের প্রেরিত। এই কারণে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে জিজ্ঞেস করেননি যে, আপনি কে? এবং আপনি কি নিজের পক্ষ থেকে এই কথাগুলো বলছেন নাকি কুরআন শোনাচ্ছেন? (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৫)

www.dawateislami.net

"সূরা যুখরুফ" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর বিষয়

আরবী ভাষার মর্যাদা

﴾১﴿ কুরআন ছাড়া অন্য কোন আসমানী কিতাব আরবী ভাষায় আসেনি, কারণ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া আরবে ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام -এর পর কোন নবী আসেননি। সমস্ত কিতাব ইবরানী ভাষায় পাঠানো হয়েছিল, এখন সেই ভাষাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কুরআনের কারণে আরবী ভাষা ব্যাপক। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

﴾২﴿ আরবী ভাষা সমস্ত ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ উত্তম), কারণ এই ভাষায় কুরআন এসেছে।[১] আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ভাষা আরবী ছিল। মোটকথা, আরবী ভাষা আধ্যাত্মিক এবং বাকি ভাষাগুলো শারীরিক। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

পুরুষ সন্তানের জন্য দোয়া করা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام-এর সুন্নাত

﴾৩﴿ মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণে ভীত হওয়া কাফেরদের রীতি। তবে দ্বীনি খেদমতের জন্য ছেলের দোয়া করা নবীদের সুন্নাত। ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ও যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام ছেলের জন্য দোয়া করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করার পর বলতেন: اِسْمَعْ يَا اِيْل! অর্থাৎ হে আল্লাহ! শুনুন। যখন পুত্র সন্তান জন্ম নিল, তখন তিনি এই নামের সাথে মিলিয়ে তার নাম "ইসমাইল" রাখলেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৮৯)

---

১. মরার পর সবার ভাষা আরবি হয়ে যায় এবং আরবিতেই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হবে। জান্নাতীদের ভাষাও আরবি হবে। (তাফসীরে নূরুল ইরফান, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

﴾৪﴿ ইসলামে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য রূপা ও সোনার উপর হেলান দেওয়া, তার বিছানায় বসা সবকিছুই হারাম। মহিলাদের জন্য শুধু রূপা ও সোনার গহনা পরা হালাল। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯১)

﴾৫﴿ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওফাতের পরেও জীবিত আছেন, তবে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়ালে আছেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯১, সামান্য পরিবর্তন সহ)

﴾৬﴿ নবুওয়াত সমস্ত ইসলামী আকিদার মূল (অর্থাৎ ভিত্তি)। নবীকে মানা মানে সবকিছু মানা, নবীর অস্বীকার করা মানে প্রতিটি আকীদার অস্বীকার করা। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯২)

﴾৭﴿ নিজের জন্য প্রিয় বান্দাদের দ্বারা দোয়া করানো একটি পুরোনো সুন্নাত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯২)

﴾৮﴿ কাফেররা, এমনকি ফেরাউনীরাও মানত যে, নবীগণ প্রয়োজন পূরণকারী, সমস্যা সমাধানকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী (অর্থাৎ ফরিয়াদ শ্রবণকারী) ছিলেন যে, বিপদের সময় নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য নবীদের কাছে আসত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯২)

﴾৯﴿ কিছু আলিম বলেছেন যে, কাফেরের কেবল মন্দ কাজগুলো (অর্থাৎ খারাপ কাজগুলো) লেখা হয় এবং দ্বিতীয় ফেরেশতা এর সাক্ষী হয়।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৬)

"সূরা দুখান" থেকে প্রাপ্ত ৩টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ রবের শপথগুলো বিশ্বাস করানোর জন্য হয় না, বরং যাদের শপথ করা হয় তাদের প্রিয়তা বা গুরুত্ব দেখানোর জন্য হয়।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯৫)

﴾২﴿ আযাব দেখে ঈমান আনা এই কারণে কবুল হয় না যে, তাতে নবীর কথার উপর আস্থা থাকে না, বরং নিজের চোখ বা বুদ্ধির উপর আস্থা

www.dawateislami.net

থাকে। আর ঈমান হলো নবীর উপর আস্থার নাম, এটাই ঈমান বিল গায়েব। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯৬)

﴾৩﴿ দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের রাহমানিয়ত (অর্থাৎ রহমান গুণ) এর প্রকাশ ঘটে, তাই তিনি শত্রু-মিত্র সকলকেই রিযিক দিচ্ছেন। আখিরাতে তার রাহীমিয়াত (অর্থাৎ রহীম গুণ) এর প্রকাশ ঘটবে যে, তিনি কেবল মুমিনদের উপরই রহম করবেন, শত্রুদের উপর আযাব দিবেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯৮)

"সূরা জাসিয়াহ" থেকে প্রাপ্ত ৩টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ বিজ্ঞান, দর্শন, গণিতবিদ্যা অর্জন করা ইবাদত, তবে তা ইসলামের সেবক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং এর মাধ্যমে ক্ষমতার প্রমাণাদি জানতে হবে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৯৯)

﴾২﴿ যে মুমিন তার চেহারা, চরিত্র, জীবন কাফেরদের মতো করে গড়ে তোলে, সে নির্বোধ। মুমিনকে মুশরিক থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০১)

﴾৩﴿ সুফীগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন যে, মুমিনের প্রেম ও ভালোবাসা লেখা হয় না, কারণ এটি আমল নয় বরং হৃদয়ের একটি অবস্থা। সকল আমলের প্রতিদান জান্নাত হবে, কিন্তু প্রেমের প্রতিদান হলো প্রকৃত মাহবুবের সান্নিধ্য (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য)।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০২)

"সূরা আহকাফ" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ কাফেরদেরকে কুরআন শোনানো ও পড়ানো জায়িয এই নিয়তে যে হয়তো তারা ঈমান আনবে। কুরআন মুসলমানদেরকে আমলের জন্য

www.dawateislami.net

শোনানো ও শেখানো হয়, আর কাফেরদেরকে ঈমানের জন্য।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৮)

প্রকৃত তাওহীদ

﴾২﴿ আল্লাহকে রব মানার বাস্তবতা হলো, তাঁর সমস্ত রাসূল, কিতাব ইত্যাদি মানা। যদি কাউকে নিজের পিতা হিসেবে স্বীকার করা হয়, তবে তার সমস্ত আত্মীয়কে নিজের প্রবীণ বা আত্মীয় হিসেবে মেনে নেওয়া হয় যে, পিতার পিতা নিজের দাদা, তার ভাই নিজের চাচা, তার স্ত্রী নিজের মা। সুতরাং, যে কেউ রবকে মানার দাবি করে কিন্তু তার রাসূলকে অস্বীকার করে, সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। সে রবকে মানেই না। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৯)

﴾৩﴿ দুনিয়াতেই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ - কে জান্নাতে নিজের সাথে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বরং তাকে কবরেও চিরদিনের জন্য নিজের সাথে শুইয়ে রেখেছিলেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৪৯)

﴾৪﴿ পিতামাতার উপর ফরয হলো সন্তানদেরকে সরল পথে আনা, অন্যথায় তাদেরও পাকড়াও হবে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৫)

﴾৫﴿ সুফীগণ বলেন যে, "মুমিন" সময়, সম্পদ, সন্তান প্রতিটি জিনিসের যাকাত বের করে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৬)

﴾৬﴿ সৎ অহংকার ভালো এবং অসৎ অহংকার খারাপ। কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেকে এবং নিজের দ্বীনকে বড় মনে করা, কুফর ও কাফেরদেরকে হেয় জ্ঞান করা "সৎ অহংকার", এটা ইবাদত। ওলীর মোকাবেলায় অহংকার বঞ্চনা এবং নবীর মোকাবেলায় অহংকার কুফর। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৬)

www.dawateislami.net

﴾৭﴿ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পূর্বে জ্বিনেরা আসমানে যেত, সেখানে ফেরেশতাদের কথা শুনত। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর যুগে তাদের সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের উপর উল্কা নিক্ষেপ করা শুরু হয়। তখন তারা চিন্তা করল যে, দুনিয়ায় কে এসেছে যার কারণে আমাদের রাজত্ব চলে গেল? এই অনুসন্ধানে তাদের বিভিন্ন দল বের হলো। নাসীবীন এলাকার একটি দল, যাদের মধ্যে সাত বা নয় জন জ্বিন ছিল, আরব দেশের দিকে আসল। এই লোকেরা উকায বাজারে পৌঁছল, যা মক্কায়ে মুয়াযযমা এবং তায়েফের মাঝখানে। এটি ফজরের সময় ছিল, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উকাযের কাছে একটি বাগানে, যাকে "বাতনে নাখলা" বলা হত, সাহাবীদেরকে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এই জ্বিনদের কানে যখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর কুরআন শরীফের আওয়াজ পৌঁছল, তখন তারা সবাই থেমে নীরবে শুনতে লাগল। তবে এই ফজরের নামায সেই নামায ছিল যা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলহামের মাধ্যমে পড়তেন, কারণ জ্বিনদের এই ঘটনা মিরাজের আগের। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৭)**

﴾৮﴿ জ্বিনদের জন্য জান্নাত নেই, তাদের নেক আমলের প্রতিদান হলো আযাব থেকে মুক্তি। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫০)**

﴾৯﴿ শারীরিক আরাম আত্মিক আযাবের তুলনায় এক মুহূর্ত বা তার চেয়েও কম। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত আখিরাতের মোকাবেলায় শারীরিক আরামকে বেছে না নেওয়া। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৮)**

www.dawateislami.net

"সূরা মুহাম্মদ" থেকে প্রাপ্ত ৮টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ ঈমানের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রবের পক্ষ থেকে যা কিছু এনেছেন, তার সব মানা জরুরি। যদি এর একটিও অস্বীকার করা হয়, তবে কাফের হয়ে যাবে, তা কুরআনের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে থাকুক বা হাদিসের শরীফের মাধ্যমে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৮)

﴾২﴿ শহীদ নিহত হওয়ার সাথে সাথেই রবের সামনে উপস্থিত হন যে, কিছু আকাঙ্ক্ষা করো। এই কারণেই তাকে শহীদ বলা হয়, অর্থাৎ রবের সামনে উপস্থিত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬০৯)

জান্নাতবাসীদের ঘরে ঝর্ণা থাকার কারণ

﴾৩﴿ জান্নাতে ঝর্ণা থাকার কয়েকটি কারণ আছে, সাগর বা নদী নয়। একটি কারণ হলো ঝর্ণা নিয়ন্ত্রণে থাকে, সাগর (অর্থাৎ সমুদ্র) নিয়ন্ত্রণে থাকে না। দ্বিতীয়ত, ঝর্ণাতে সৌন্দর্য থাকে, সাগর বক্র ও সৌন্দর্যহীন। তৃতীয়ত, ঝর্ণা কেবল উপকারী হয়, কিন্তু সাগর বন্যায় ক্ষতিও পৌঁছাতে পারে। চতুর্থত, ঝর্ণা ঘরে আনা যায়, সাগর আনা যায় না। আর জান্নাতে চারটি ঝর্ণা থাকবে: দুধের, পবিত্র শরাবের, খাঁটি মধুর এবং পানির, যার সৌন্দর্য আমাদের কল্পনার বাইরে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫০, সামান্য পরিবর্তন সহ)

﴾৪﴿ যে ব্যক্তি হালাল-হারামের পার্থক্য করে না, যা সামনে আসে তাই খায়, পশুর মতো বরং পশুর থেকেও খারাপ, কারণ পশু নির্বোধ আর সে বুদ্ধিমান। তবুও পশু শুঁকে মুখে দেয় আর সে এমনিতেই। যে কেবল শারীরিক আরামের জন্য খায়, সে তো পশুই। মুমিন বান্দা রবের ইবাদতের জন্য খায়। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬১০)

www.dawateislami.net

﴾৫﴿ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর আগমন কিয়ামতের একটি বড় আলামত। শেষ নবী এসে গেছেন, এখন শুধু কিয়ামতই বাকি। এছাড়াও চাঁদের দ্বিখন্ডিত হওয়া এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর অন্যান্য মুজিযা কিয়ামতের আলামত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫০)

﴾৬﴿ নেক আমল শুরু করার পর তা ভঙ্গ করবে না। নফল নামায যখন শুরু করা হয়, তখন তা ভাঙ্গা হারাম। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫১)

﴾৭﴿ দুনিয়ার জীবন সেটাই যা গাফিলতিতে কাটে। এই জীবন খুব দ্রুত চলে যাবে, এতে ব্যস্ততা ক্ষতিকারক। যে জীবন আল্লাহর স্মরণ এবং তার আনুগত্যে কাটে, সেটাই দ্বীনি জীবন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫১)

﴾৮﴿ দ্বীন আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, আমরা দ্বীনের মুখাপেক্ষী। দ্বীন আমাদের আগেও ছিল এবং আমাদের পরেও থাকবে। যদি রব আমাদেরকে দ্বীনের খেদমতের তাওফিক দেন, তবে তা তাঁর বান্দার উপর দয়া। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬১৩)

"সূরা ফাতহ" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর বিষয়

বায়আত গ্রহণকারীদের মর্যাদা

﴾১﴿ সমস্ত সাহাবী, বিশেষ করে বায়আতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬১৪)

﴾২﴿ বুযুর্গদের হাতে বায়আত হওয়া "সাহাবীদের সুন্নাত", তা বায়আতে ইসলাম হোক বা বায়আতে তাকওয়া, বা বায়আতে তাওবা, বা বায়আতে আমল ইত্যাদি। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫১)

﴾৩﴿ বায়আতের সময় মুসাফাহা করাও সুন্নাত, তবে পুরুষদের জন্য মহিলাদেরকে কথা দ্বারা বায়আত করা হবে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫২)

www.dawateislami.net

﴾৪﴿ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকেই হেদায়েত পাওয়া যায় এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকেই সব ধরনের হেদায়েত পাওয়া যায়। মনে রাখবেন, কুরআন দ্বারা হেদায়েতও হয় আবার পথভ্রষ্টও হয় যেমনটি কুরআনে পাকে রয়েছে: يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّ يَهْدِیْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ (পারা ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৬) **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আল্লাহ তা দ্বারা অনেককে হেদায়েত করেন এবং অনেককে গোমরাহ করেন।" কুরআন নাযিলের আসল উদ্দেশ্য হেদায়েত, কিন্তু যেহেতু অনেক লোক তাদের দুর্বল বুদ্ধির কারণে কুরআন শুনেও পথভ্রষ্ট হয়, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে অনেক লোক পথভ্রষ্ট হয়। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ১/৯২, সূরা: বাকারা, আয়াত ২৬ এর অধীনে, সংগৃহীত) কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে কেবল হেদায়েত পাওয়া যায়, নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যায়। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৩)

"সূরা হুজুরাত" থেকে প্রাপ্ত ৭টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ সমস্ত ইবাদত দেহের তাকওয়া এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর আদব হৃদয়ের তাকওয়া। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬১৯)

﴾২﴿ হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا-এর ক্ষমা এমনই নিশ্চিত যেমন আল্লাহর একত্ববাদ।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬১৯)

﴾৩﴿ গুনাহ না করা বড় কথা নয়, বরং গুনাহ থেকে হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া হলো বড় অর্জন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৩)

﴾৪﴿ মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সুন্নাত এবং উচ্চ স্তরের ইবাদত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৪)

﴾৫﴿ মুসলমান ভাইকে বংশগতভাবে তিরস্কার করা হারাম এবং মুশরিকদের পদ্ধতি। আজকাল এই অসুস্থতা মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বংশগত তিরস্কারের অসুস্থতা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২০)

﴾৬﴿ সুফীগণ বলেন যে, ফেরেশতারা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করেছিলেন, যার তাওবা ছিল এই যে, প্রতিপালকের নির্দেশে তারা তাঁকে সিজদা করেছিলেন। অতএব, যদি কোন মুসলমানকে দোষারোপ করা হয় বা গীবত করা হয়, তবে তার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৪)

﴾৭﴿ কিছু ধারণা ফরয, যেমন আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণা রাখা যে, তিনি তার অনুগ্রহে আমি গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিবেন। কিছু ধারণা হারাম, যেমন রবের প্রতি কুধারণা যে, তিনি আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না অথবা নেক মুসলমানের প্রতি অকারণে কুধারণা করা।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৪, সংগৃহীত)

"সূরা ক্বাফ" থেকে প্রাপ্ত ১০টি সুন্দর বিষয়

﴾১﴿ রব আমাদের শাহ-রগ থেকে বেশি নিকটবর্তী এবং হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী। سُبْحَانَ الله! (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৩) (اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ) **কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ** "এই নবী মুসলমানদের তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক।" (পারাঃ ২১, সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৬) এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ে নফসের আনুগত্যের চেয়ে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য অগ্রগণ্য। যদি কোন মুসলমানকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কোন কিছুর আদেশ দেন এবং তার নিজের ইচ্ছা অন্য কোন কাজ করার থাকে, তবে তার জন্য নিজের ইচ্ছাকে পূরণ না করে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেই বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, সেটাই করা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য আল্লাহ পাকের আনুগত্য এবং নফসের মোকাবেলায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য মুক্তির মাধ্যম, কারণ তিনি সেই জিনিসের দিকে ডাকেন যাতে মানুষের মুক্তি আছে এবং নফস সেই জিনিসের দিকে ডাকে যাতে মানুষের ধ্বংস আছে। অতএব, প্রতিটি মুসলমানের উচিত, সে দ্বীনি ও দুনিয়াবী সমস্ত বিষয়ে নিজের নফসের আনুগত্য করার পরিবর্তে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও গোলামী করবে যাতে ধ্বংস থেকে বেঁচে মুক্তি পেতে পারে।

(তাফসীর সিরাতে জিনান, ৭/৫৬৬, পারা ২১, আহযাব, আয়াত ৬ এর অধীনে, সংগৃহীত)

﴾২﴿ মুমিন বান্দার মৃত্যুর পর উভয় ফেরেশতা (অর্থাৎ কিরামান কাতিবীন) কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরে তাসবীহ ও তাহলীল করতে থাকেন, যার সাওয়াব সেই বান্দা পায়। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৩)**

কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আযাব

﴾৩﴿ যে ফেরেশতারা কাফেরদের আমলনামা লেখার জন্য নিযুক্ত, তারাই তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৫)**

﴾৪﴿ কাফেরদেরকে জাহান্নামে পৌঁছানো হবে না বরং উপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে, আল্লাহর পানাহ! গুনাহগার মুমিন যদি জাহান্নামে যায় তবুও তাকে নিক্ষেপ করা হবে না। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৫)**

﴾৫﴿ নফসে আম্মারাকে পরামর্শদাতা হলো শয়তান এবং হৃদয়কে পরামর্শদাতা হলো ফেরেশতা। **(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৪)**

﴾৬﴿ রুজু' আনয়নকারী সে যে গুনাহের উপর অটল থাকে না, তাওবা করে। হাফিয হলো সে যে তার প্রতিটি কাজে শরীয়তের সীমা রক্ষা করে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৪)

﴾৭﴿ সুফীগণ বলেন, "ক্বালবে মুনীব" (অর্থাৎ তাওবাকারী হৃদয়) আল্লাহর এক বড় নেয়ামত যা ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৪)

﴾৮﴿ নামাযের পর তাসবীহ ও তাহলীল করা খুব ভালো। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নামাযের জামায়াতের পর এত উচ্চস্বরে যিকরুল্লাহ করতেন যে, সমস্ত মহল্লা প্রতিধ্বনিত হত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৫)

﴾৯﴿ হযরত ইসরাফীল عَلَيْهِ السَّلَام বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মৃতদেরকে ডাকবেন এবং সবাই জীবিত হয়ে তার কাছে উপস্থিত হবে। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৫)

﴾১০﴿ মৃতদেরকে ডাকা শিরক নয়। হযরত ইসরাফীল মৃতদেরকে ডাকবেন। হযরত উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام মৃত গাধাকে এবং হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام মৃত চারটি পাখিকে ডেকেছিলেন। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৫)

"সূরা যারিআত" থেকে প্রাপ্ত ৬টি সুন্দর বিষয়:

﴾১﴿ হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام বাতাস বিতরণ করেন, মীকাঈল বৃষ্টি, আজরাইল মৃত্যু, ইসরাফীল عَلَيْهِمُ السَّلَام আদেশ।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৫)

﴾২﴿ সারারাত ঘুমানোও ভালো নয় এবং সারারাত জেগে থাকাও ভালো নয়। রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে নাও, শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগো, তারপর কিছুটা ঘুমাও, এটাই সুন্নাত। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৬)

﴾৩﴿ ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক থাকে এবং গুণীদের গুণে অদক্ষদের অংশ থাকে। اِنْ شَآءَ الله হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ইবাদতে আমাদের মতো গুনাহগারদের অংশ আছে। তার প্রতিটি সিজদার বরকতে আমাদের মতো কোটি কোটি মানুষের উদ্ধার হবে।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৬)

ہم رسولُ اللہ کے جنّت رسولُ اللہ کی

আমরা আল্লাহর রাসূলের, জান্নাত আল্লাহর রাসূলের

﴾৪﴿ সালেহীনদের (অর্থাৎ নেক বান্দাদের) উপস্থিতিতে ফাসিকদের উপর আযাব আসে না। যখন আযাব আসার কথা থাকে, তখন সালেহীনদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়। (তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬২৭)

﴾৫﴿ জ্বিন ও ইনসানের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য রুজি উপার্জন করা নয় বরং ইবাদত করা। রুজি ইবাদতের অধীন। যেমন বাদশাহ চাকরদেরকে তার খেদমতের জন্য রাখেন, বেতন খেদমতের কারণে পায়। যদি তারা খেদমত ছেড়ে দেয়, তবে বেতনের হকদার হয় না। এটি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে, তিনি অকর্মণ্যদেরও রিযিক দান করেন।

(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৬)

জীবনের উদ্দেশ্য

﴾৬﴿ (আল্লাহ পাক) সাধারণ রিযিক তো সাধারণ সৃষ্টিকে দেন, যেমন সূর্যের আলো, বাতাস, পৃথিবীর বিছানা, আসমানের ছায়া। আর বিশেষ রিযিক নির্দিষ্ট বান্দাদেরকে দেন, যেমন ঈমান, ইরফান, বেলায়েত, হেদায়েত, নবুওয়াত ইত্যাদি। যদি রিযিক বান্দার উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হতো, তবে মায়ের গর্ভে শিশু তা পেত না।

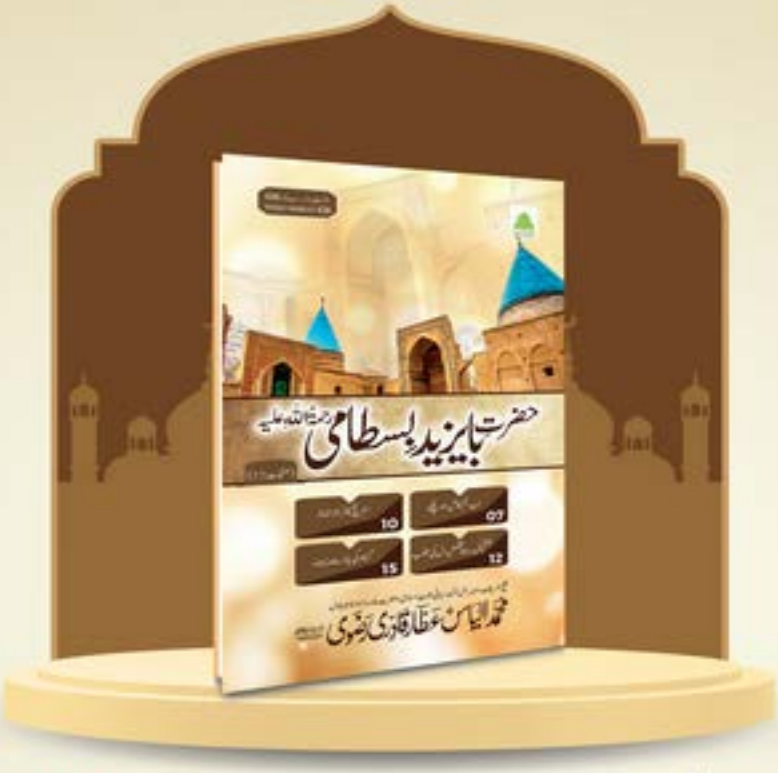
(তাফসীর নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৫৬)

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরূদ শরীফের ফযীলত ১
"সূরা যুমার" থেকে প্রাপ্ত ১৪টি সুন্দর বিষয় ২
ধৈর্যশীলদের মর্যাদা ২
"সূরা মুমিন" থেকে প্রাপ্ত ১০টি সুন্দর বিষয় ৪
সকল মুসলমানের জন্য দোয়া ৪
"সূরা হা-মীম সাজদা" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর বিষয় ৬
রিযিক বান্দার সন্ধানে ৬
"সূরা শূরা" থেকে প্রাপ্ত ৮টি সুন্দর বিষয় ৭
"সূরা যুখরুফ" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর বিষয় ৯
আরবী ভাষার মর্যাদা ৯
পুরুষ সন্তানের জন্য দোয়া করা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام-এর সুন্নাত ৯
"সূরা দুখান" থেকে প্রাপ্ত ৩টি সুন্দর বিষয় ১০
"সূরা জাসিয়াহ" থেকে প্রাপ্ত ৩টি সুন্দর বিষয় ১১
"সূরা আহকাফ" থেকে প্রাপ্ত ৯টি সুন্দর বিষয় ১১
প্রকৃত তাওহীদ ১২
"সূরা মুহাম্মদ" থেকে প্রাপ্ত ৮টি সুন্দর বিষয় ১৪
জান্নাতবাসীদের ঘরে ঝর্ণা থাকার কারণ ১৪
"সূরা ফাতহ" থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর বিষয় ১৫
বায়আত গ্রহণকারীদের মর্যাদা ১৫
"সূরা হুজুরাত" থেকে প্রাপ্ত ৭টি সুন্দর বিষয় ১৬
"সূরা ক্বাফ" থেকে প্রাপ্ত ১০টি সুন্দর বিষয় ১৭
কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আযাব ১৮
"সূরা যারিআত" থেকে প্রাপ্ত ৬টি সুন্দর বিষয়: ১৯
জীবনের উদ্দেশ্য ২০

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net